



65754 - রমজান মাসে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

রমজান মাসে কুরআন খতম করা কি একজন মুসলমানের জন্য জরুরী? যদি উত্তর হয় তাহলে আমি এ সংক্রান্ত হাদিস পশে করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

দলিলসহ মাসয়ালার বধিান জানার আগ্রহের কারণে প্রশ্নকারী ভাইকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কোন সন্দেহে নই এটাই হওয়া উচিত। প্রত্যেকে মুসলমানের সৈ চেষ্টাই করা উচিত। যাতে করে তনিকিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হতে পারনে।

ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫১) শাওকানী (রহঃ) বলনে:

যখন এই সদিধান্তে আসা গলে যে, একজন সাধারণ মানুষ আলমেকে জিজ্ঞেসে করবে এবং একজন অপূরণ ব্যক্তি পরপূরণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেসে করবে, এরপর বলতে হয় সৈ ব্যক্তদীবীনদার ও তাকওয়াবান হিসেবে পরচিতি আলমেকে জিজ্ঞেসে করবে- কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানবান আলমে কে? কোন সৈ ব্যক্তি যার কাছে কিতাব ও সুন্নাহ বুঝার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে? যাতে করে তারা তাকে উপযুক্ত ব্যক্তরি সন্ধান দিতে পারনে। এরপর সৈ ব্যক্তি সন্ধানপ্রাপ্ত আলমেরে কাছে গিয়ে তার মাসয়ালাটির কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিকি সমাধান চাইবে। এভাবে সৈ যথাযথ উৎস থেকে হক্ব বা সঠিকি বিষয়টি গ্রহণ করবে। বধিানটি যনি জাননে তার কাছ থেকে জানবে এবং যৈ আলমেরে অভিমিত শরয়িত বরিোধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে; সৈ মত থেকে নিজেকে নষিক্তি দবি।” সমাপ্ত

আদাবুল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭১) ইবনুস সালাহ বলছেন:

সামআনি উল্লেখে করছেন যে, মুফতির কাছে দললি তলব করতে কোন বাধা নই। যাতে করে ফতোয়াপ্রার্থী সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। মুফতি তাকে দললি উল্লেখে করতে বাধ্য যদি ফতোয়াপ্রার্থী অকাট্যভাবে সটো দাবী করে। আর যদি অকাট্যভাবে দাবী না করে তাহলে তনি বাধ্য নন; কারণ হতে পারে সাধারণ মানুষের বোধ হয়তো সৈ পর্যায়ে পৌঁছবে না। আল্লাহই ভাল জাননে। সমাপ্ত।



দুই:

হ্যাঁ, রমজান মাসে অধিক পরিমাণ কুরআন তলোওয়াত করা এবং কুরআন খতম করতে সচেষ্ট থাকা মুস্তাহাব। তবে সটো ফরজ নয়। অর্থাৎ খতম করতে না পারলে গুনাহ হবে না। তবে অনেকে সওয়াব থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হবেন।

এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারি (৪৬১৪) বর্ণিত হাদিস: “জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রতবিছর একবার কুরআন পাঠ পশে করতেন। আর যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার পশে করেন।”

ইবনে কাছরি (রহঃ) ‘আল-জামে ফি গারবিলি হাদিসি’ গ্রন্থে (৪/৬৪) বলেন:

অর্থাৎ তিনি তাঁকে যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে ততটুকু পাঠ করে শুনাতেন। সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সলফে সালহেনিরে আদর্শ ছিল রমজান মাসে কুরআন খতম করা।

ইব্রাহিম নাখায়ি বলেন: আসওয়াদ রমজানরে প্রত দুই রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। [আস- সয়্যার, (৪/৫১)]

কাতাদা (রহঃ) সাতদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে প্রত তিনিদিনে একবার কুরআন খতম করতেন।

শম্বে দশ রাত্রি শুরু হলে প্রত রাত্রে একবার কুরআন খতম করতেন। [আস সয়্যার, (৫/২৭৬)]

মুজাহদি (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজানরে প্রত রাত্রিতে কুরআন খতম করতেন। [নববরি ‘আত তবিয়ান (পৃষ্ঠা- ৭৪)] তিনি বলেন: উক্তটির সনদ সহিহ।

মুজাহদি (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলী আল-আযদি রমজানরে প্রত রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। [তাহযবিল কামাল (২/৯৮৩)]

রবী’ বনি সুলাইমান বলেন: শাফয়ী রমজান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতেন। [আস সয়্যার (১০/৩৬)]

কাসমে বনি হাফযে ইবনে আসাকরি বলেন: আমার পতি নিয়মিত জামাতে নামায ও কুরআন তলোওয়াত করতেন। প্রত শুকরবারে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাসে প্রতদিনে খতম করতেন। [আস সয়্যার (২০/৫৬২)]

ইমাম নববী কুরআন খতমরে সংখ্যা বিষয়ক মাসয়ালার উপর টীকা লখিতে গিয়ে বলেন:

এ বিষয়ে নরিবাচতি অভিমত হচ্ছে- ব্যক্তি বিশেষের ভিন্নতার প্রক্ষেপিতে এ মাসয়ালার বধিানও ভিন্ন হবে। যে ব্যক্তির সূক্ষ্ম চিন্তা দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় উদঘাটন করতে সক্ষম সে ব্যক্তি শুধু ততটুকু পড়বে যতটুকু পড়ে তিনি এটি ভালভাবে



বুঝে নতি পাবেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইলম বতিরণে অথবা দ্বীনরে অন্য কোন বিশেষ দায়িত্বে অথবা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন তিনিও। সক্ষেত্রে তিনি ততটুকু পড়বেন যতটুকু পড়তে তার দায়িত্ব অবহেলা না হয়। আর যদি ব্যক্তি এ শ্রমের কটে না হন তাহলে তিনি যত বেশি পড়তে পারেন তত বেশি পড়বেন; তবে যেন বিরক্তি আসার পর্যায়ে না পৌঁছে।
সমাপ্ত [আত তবিয়ান (পৃষ্ঠা-৭৬)]

কুরআন তলোওয়াত ও কুরআন খতম করার এতো তাগদি ও এত গুরুত্বের পরেও সটো মুস্তাহাব পর্যায়ে। এটি জরুরী ফরজ পর্যায়ে নয়; যটো না করলে কোন মুসলমান গুনাহগার হবেন।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি: রোজাদারের উপর কুরআন খতম করা কি ফরজ?

তিনি উত্তরে বলেন: রমজান মাসে রোজাদারের জন্য কুরআন খতম করা ফরজ নয়। তবে ব্যক্তির উচিত রমজানে বেশি বেশি কুরআন পড়া। এটাই ছিলি রাসূলরে আদর্শ। গটোটা রমজান মাসে জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে কুরআন পাঠ করতেন। সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/৫১৬)]

আরও জানতে দেখুন [66063](#) ও [26327](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জানেন।